বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(An Women's Rights Organisation)

ভূমি ও জলাশয়ে নারী নেতৃত্ব
Women Leadership on Land and Waterbodies

প্রশিক্ষণ মডিউল
Training Module

সময়কাল: ২ দিন
Duration: 2 Days

Women's Land Rights Network

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং এই জনসংখ্যার এই বড় অংশ এখনো নানান অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহিত, নিপীড়িত। বর্তমানে নারীরা শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও নানা ধরনের কাজের দক্ষতা অর্জন করে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকে এগোচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ভোগ করা এবং সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এখনো পিছিয়ে আছে। আমরা যদি নারীদের ভূমি অধিকার ভিত্তিক তথ্য দেখি (সূত্র: বিভিন্ন পত্রিকা) সেখানে বাংলাদেশে ৭০ ভাগ নারীর সম্পদের উপর মালিকানা নেই, কেউ কেউ বলছে ভূমিতে ৯৬ শতাংশ পুরুষের অধিকার। তবে যেসব নারীরা সম্পদের মালিক হয়েছেন তারা উত্তরাধিকারসূত্রে জমি পেয়েছেন এবং সেখানে বিত্তশালী পরিবারের নারীদের দেখা যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা, যা ধর্মীয়ভাবে প্রচলিত নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । তবে এক্ষেত্রে নারীরা কিছুটা মালিকানা পেলেও তারা শুধুমাত্র নারী হবার কারণে বঞ্চিত হয় নানাক্ষেত্রে। তাছাড়া জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তিতেও নারীরা পিছিয়ে আছে। আরো অবাক হবার মত বিষয় হলো, কৃষিকাজের নানাক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও প্রান্তিক নারীদের ভূমির মালিকানা নেই একেবারেই। নারীরা নিজেদের যেকোনো অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা করা এবং নারীর নেতৃত্ব দেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রশিক্ষণটির উদ্দেশ্য । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা নেতৃত্ব দেয়া থেকে শুরু করে জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজ তৈরি করা, ভূমি অফিস সম্পর্কে জানবে এবং দক্ষতা অর্জন করবে। প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ আরো অংশ হলো নারীবাদী ভাবনা নিয়ে আলোচনা। নারীবাদ নারীর ক্ষমতায়নে কীভাবে ভুমিকা রাখতে পারে, পরিবার ও সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম নারীকে কীভাবে একটা গন্ডির ভেতর আটকে রাখে যা তাদেরকে নানা প্রাপ্তি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া।

Nearly half of Bangladesh's population is women, who are deprived of various rights and subjected to oppression. In addition to obtaining education, women are currently making progress toward economic empowerment. However, establishing women's rights to properties and land and control over economic activities are still behind. According to data on women's land rights (source: various media), 96 percent of the land in Bangladesh is reportedly owned by men, while 70% of women in Bangladesh do not own any properties. Commonly women in wealthy families are becoming landowners because of her inheritance properties.

There are differences in the inheritance properties distribution which is commonly governed by religious laws. Though women are receiving inheritance properties, lots are experiencing rights abuse. Women are left behind in case of accessing land ownership documents and information. Most importantly, women are playing strong roles in cropping and agriculture, but they are not owning the land.

The purpose of the training is to empower these vulnerable women groups members by providing women the tools they need to assert their rights to land and properties. Group members will gain knowhow, abilities and be confident to visit land offices, manage documentation and claim and explain ownership.

One of the key strengths is the session on feminism. It would discuss and assist to understand how feminism can contribute to women empowerment, and how traditional customs, family and beliefs make barriers and dispossess them of many opportunities and emancipation.

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী

- নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ও গুণাবলী বৃদ্ধি পাবে।
- ভূমি, জলাশয়, বন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব ও আন্দোলন তৈরী হবে।
- নারীবাদী চিন্তা তৈরি হবে।

বিষয়:

১. অধিকার ও নারী অধিকার এবং নারীবাদী ভাবনা।
২. আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র।
৩. অধিকার ও নারী অধিকার সম্পর্কে ধারণা।
৪. আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ছবি আঁকা।
৫. নারীর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন এবং নারীর ভূমি ও জলাশয়ের প্রয়োজনীয়তা।
৬. উত্তরাধিকার আইনে ভূমিতে নারীর অংশ।
৭. ভূমি অফিস ও মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সাথে পরিচিতি।
৮. জলবায়ু কি? নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়।
৯. সমাজে নেতা হিসেবে নারীবাদী অবস্থান।
১০. দ্বন্দ্ব কি? দ্বন্দ্ব নিরসনে করণীয়।
১১. সামাজিকতা, নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়।
১২. মাঠ প্রশিক্ষণ ধারণা।

প্রশিক্ষণের সময়সূচী

দিন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
১ম দিন অধিবেশন-১	৯.৩০-৯.৫০	প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, বাদাবন সংঘ ও নারী ভূমির অধিকার গ্রুপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান	উদ্বোধনী বক্তৃতা	বক্তৃতা	-	
অধিবেশন-২	৯.৫৫-১০.৩০	পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণ আর্দশ	জড়তা বিমোচন ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন	ছোট দলে আলোচনা, গেম	ভিপ কার্ড,	
অধিবেশন-৩	১০.৩০-১১.১৫	অধিকার, নারী অধিকার এবং নারীবাদী ভাবনা	- অধিকার কাকে বলে? মানবাধিকার কি? - নারীবাদী ভাবনা কি? অন্যান্য ভাবনার সাথে এর পার্থক্য কোথায়? - নারীদের অধিকারের জন্য নারীবাদী ভাবনা কেন প্রয়োজনীয়।	খেলা ও আলোচনা	ভিপকার্ড ও মার্কার, গ্লুটেক, বিভিন্ন পেশার নাম লেখা ভিপকার্ড	
১১.১৫- ১১.৩০			চা বিরতি			
অধিবেশন-৪	১১.৩০-১২.১৫	আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ম্যান্ডালা আঁকা	জেন্ডার এবং অন্যান্য কারণসমূহ, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, পছন্দ-অপছন্দ কিভাবে একেক জন নারীর জীবনের উপর প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে জানা।	ম্যান্ডালা আঁকা	বড় সাদা কাগজের প্লেট, রং পেন্সিল, মার্কার, মাসকিং টেপ/ গ্লুটেপ ও ম্যান্ডালার ছবি	
অধিবেশন-৫	১২.২০-১.০০	নারীর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন এবং নারীর ভূমি ও জলাশয়ের প্রয়োজনীয়তা	- 'স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার ক্ষেত্রে নারী জীবনে কি কি বিষয় প্রভাব রাখে'- অংশগ্রহণকারীদের ভাবনা পরিষ্কার করা - নারীর ভূমির মালিক হওয়া প্রয়োজন কিনা?	দুটি দলে ভাগ হওয়া, বির্তক ও দলীয় আলোচনা	পোস্টার পেপার, ভিপকার্ড, মার্কার, গ্লুটেপ এবং পোস্টার পেপারে লেখা স্টেটমেন্ট	
১.০০-১.৪৫			দুপুরের খাবার সময়			
অধিবেশন-৬	১.৪৫-৩.০০	সামাজিকতা, নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	- নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবেন। - স্থানীয় সামাজিকতা সম্পর্কে বলা।	মুক্ত আলোচনা	গল্প বলা	
৩.০০-৩.১৫			বিকালের চা			
অধিবেশন-৭	৩.১৫-৪.০০	উত্তরাধিকার আইনে ভূমিতে নারীর অংশ	- উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমিতে নারী অধিকার বা অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। - নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমিতে অধিকার নিশ্চিত করতে করণীয়গুলো জানা।	মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও গল্প বলা।	উত্তরাধিকার আইনের সংযুক্তি, হোয়াইট বোর্ড/ পোস্টার পেপার ও মার্কার।	এ্যাড. জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী
	৪.০০-৪.৩০	দিনশেষের মূল্যায়ন	- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীদের ভাবনা প্রকাশ	অনুভূতি বিনিময় / শিখন একে একে বলা	-	

দিন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
২য় দিন	৯.৩০-১০.৩০	প্রথমদিনের শিখন রিভিউ করা	- প্রথম দিনের অধিবেশনের বিষয় এবং শিখন গুলো বলতে পারবেন	অনুভূতি বিনিময়/শিখন একে একে বলা	-	-
অধিবেশন-৮	১০.৩০-১২.০০	ভূমি অফিস ও মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সাথে পরিচিতি	- ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসসমূহ সম্পর্কে জানাবেন - ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের প্রদত্ত সেবা সমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান - ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা আলোচনা - ভূমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে পরিচয় করানো	অভিনয়, অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	দায়িত্বলেখা, ভিপ কার্ড, চেয়ার টেবিল দলিল, খতিয়ান, খাজনা রশিদ, নামজারী পর্চা, জমির ম্যাপ/নকশা ইত্যাদির ফটোকপি।	এ্যাড. জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী
১২.০০-১২.১৫			চা বিরতি			
অধিবেশন-৯	১২.১৫-০১.০০	জলবায়ু কি? নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়।	- নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সর্ম্পকে জানতে পারবেন - নারী নেত্রী হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে করণীয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।	পোস্টার পেপার, মার্কার ও ছবি	অংশগ্রহণকারীদের ছবি সম্পর্কে বর্ণনা করা, মুক্ত আলোচনা	এ্যাড. জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী
১.০০ -১.৪৫			দুপুরের খাবার			
অধিবেশন-১০	১.৪৫-২.৩০	সমাজে নেতা হিসেবে নারীবাদী অবস্থান	- নেতৃত্বের সফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন। - নারী হিসেবে সকল নারীর জন্য চিন্তা করা নতুন করে ভাবতে শেখা।	কেস স্টাডি ও ছোট নাটক অভিনয়, অভিজ্ঞতা বিনিময়	- পোস্টার পেপার, মার্কার, গ্লুটেপ	
অধিবেশন-১১	২.৩০-৩.১৫	দ্বন্দ্ব কি? দ্বন্দ্ব নিরসনে করণীয়	- অংশগ্রহণকারীগণ দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সর্ম্পকে জানতে পারবেন এবং দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবেন।	ধারণা প্রকাশ ছোট দলে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	পোস্টারপেপার ও মার্কার, গ্লুটেপ।	
১.১৫ -২.০০			দুপুরের খাবার			
অধিবেশন-১২	৩.১৫-৩.৪৫	মাঠ প্রশিক্ষণ ধারণা	- প্রশিক্ষণ মাঠে করাতে গিয়ে কি কি বিষয় জটিল মনে হচ্ছে? - কোনো কৌশল আছে কি?	মুক্ত আলোচনা	কার পার্কিং	

দিন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
			- কি কি লজিস্টিক লাগবে?			
৩.৩০-৩.৪৫			বিকালের চা বিরতি			
	৩.৪৫-৪.৩০	মূল্যায়ন	সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করবেন।	-	-	
		সমাপ্তি অধিবেশন	অংশগ্রহণকারীগণ কি কি কাজ করবে, সে সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা	-	-	

অধিবেশন–১

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, বাদাবন সংঘ ও নারী ভূমির অধিকার গ্রুপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

উদ্দেশ্য

এটি শুরুর অধিবেশন, এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো এবং বাদাবন সংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো। প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ তৈরি করে সভাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা।

পদ্ধতি: বক্তৃতা

প্রশিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করবেন। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করবেন। তিনি বাদাবন সংঘ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি মূলত নারীদের ভূমি ও জলাশয়ে অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহযোগিতা করে থাকে। এরপর তিনি “নারীর ভূমি অধিকার গ্রুপ’’ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। এই গ্রুপটি সারাদেশব্যাপী নারী নেত্রীদের নারীর ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এটি ভূমি, জলাশয়, বন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব ও আন্দোলন তৈরীতে কাজ করছে।

অধিবেশন—২

পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণ আদর্শ

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

- একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলি ও করণীয়সমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন

প্রক্রিয়াঃ

প্রশিক্ষণ শুরুর পর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন। সহায়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে প্রশিক্ষণে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করবেন এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করবেন।

সহায়কের জন্য নোটঃ

- নমুনা অনুযায়ী “রেজিস্ট্রেশন ফরম” আগে থেকেই তৈরি রাখুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে কমপক্ষে ১ ঘন্টা আগে উপস্থিত হোন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষ সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলুন। বসার ব্যবস্থা গোল করে যোগাযোগ নিশ্চিত করুন।
- উদ্দেশ্য ব্রাউন পেপারে লিখে রাখুন যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকে তবে ব্রাউন পেপারে লেখা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যবহার করুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে যেন কোন ময়লা বা পরিত্যক্ত জিনিস না থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- যখন প্রশিক্ষণার্থীরা আসতে শুরু করবেন, তখন আপনি নিজে তাদের এগিয়ে এনে বসান, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করুন এবং হাসিমুখে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে আহ্বান জানান।
- প্রশিক্ষণটি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। অংশগ্রহণকারীদেরকে অংশগ্রহণ করানো বিষয় সর্বদা দৃষ্টি দিন এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

প্রক্রিয়া

অংশগ্রহণকারীগণ অনেকে হয়তো অনেকের সাথে ভালভাবে পরিচয়ের সুযোগ পায়নি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে ভালভাবে/বন্ধুর মত পরিচিত হবো। এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর সাথে নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার করে, আনন্দ বেদনা ভাগাভাগি করে তেমনিভাবে আমরাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করবো। এসময় সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের গোল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই একজন বন্ধু নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করবেন। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক বলবেন যিনি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন তার পাশে দাঁড়াবেন। এসময় অংশগ্রহণকারীগণ গোল হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্ধু নির্বাচন করবেন এবং এক বন্ধু অন্য বন্ধুর পাশাপাশি দাঁড়াবেন। সহায়ক এ পর্যায়ে বলবেন আমরা এখন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে নিজের নাম, মৌজার নাম, কমিটিতে নিজের পদবী, নিজের ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথা বলতে বলবেন। এই কথা বলা পর্ব শেষ হলে একে একে সকলকে ডেকে সহায়ক এক বন্ধু অন্য বন্ধুর পরিচয় তুলে ধরতে বলবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন আমরা এখানে কেন এসেছি? তারা যে উত্তর দেন তার সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন। এরপর পূর্বে তৈরি করা পোস্টার পেপারে পর্যায়ক্রমে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে প্রত্যাশা

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে তারা কি কি জানতে চান। এবার তাদেরকে একটি করে ভিপকার্ড ও মার্কার সরবরাহ করবেন এবং বলবেন এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা যে বিষয়গুলো জানতে চান তা ভিপকার্ডে লিখতে বলবেন এবং সময় দিবেন পাঁচ মিনিট। লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করবেন এবং তাদের পড়ে শোনাবেন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এবার প্রত্যাশাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিতে বিভক্ত করবেন। যদি নতুন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় প্রত্যাশা হিসেবে এসে থাকে তবে তা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করবেন। সর্বশেষ কোর্সের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন। পরবর্তীতে ভিপকার্ডগুলো ব্রাউন পেপারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখবেন।

অধিবেশন—৩

অধিকার ও নারী অধিকার সম্পর্কে ধারণা

বিষয়:
মানবাধিকার হাঁটা খেলা ও প্রশ্নোত্তর

উদ্দেশ্য:
অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অন্যের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন।

পদ্ধতি:
সকল অংশগ্রহণকারী মাঠে/রুমের মধ্যে এক সারিতে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মত করে দাঁড়াবেন। তারপর প্রতি অংশগ্রহণকারী একটি করে কার্ড নিবেন। প্রতিটি কার্ডে একটি করে পেশার নাম লেখা থাকবে যেমন: প্রতিবন্ধী নারী, স্বামী বিছিন্ন নারী, জমির মালিক নারী, বড় জমির মালিক বা জোতদার, ব্যবসায়ী, কিশোরী, গৃহবধু, শিক্ষিকা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান/কারবারি/হেডম্যান, নারী শ্রমিক, বিধবা ইত্যাদি।

তারপর সহায়ক বলতে থাকবেন যে

- কে কে রাতের বেলায় বাইরে যেতে পারে?
- কে কে নিজের ইচ্ছায় অর্থ খরচ করতে পারে?
- কে নিজের পছন্দের খাবার খেতে পারে?
- যদি আপনি নিজের ইচ্ছামত শিক্ষিত হয়েছেন, তবে এগিয়ে আসুন।
- যদি আপনি ফর্সা হন, তবে এগিয়ে আসুন।
- যদি আপনি চেহারার কারণে গুরুত্ব কম পান, তবে একপা পিছিয়ে যান।
- যদি আপনার শরীর খারাপ থাকার কারণে গুরুত্ব কম পান, তবে এক পা পিছিয়ে যান।
- কে কে বাবা—মা/ভাই—বোন/ আত্মীয়কে বিপদে আর্থিক সহায়তা করতে পারে।
- কে কে নিজের নামে সম্পদ (জমি/ব্যাংকে টাকা) করতে পারে।
- কে কে অপমান/নির্যাতন করলে অপমানের উত্তর দিতে/ নির্যাতনের বিচার চাইতে লজ্জা পান না।
- কে কে নিজের অধিকার জোর করে আদায় করতে পারে?
- কে কে পেট ভরে অন্নের/খাবারের সংস্থান করতে পারে?
- কে কে ভাল স্কুলে বাচ্চাদের পড়াশুনা করাতে পারে?
- কে কে চিকিৎসা সেবা পায়?
- কে কে বিচার সালিশ বসতে পারে?
- কে কে ন্যায্য মজুরী না পেলে তর্ক করতে পারে?
- কে কে আজে বাজে কথা শুনে না?

সহায়ক যখন এই প্রশ্নগুলো করবে তখন প্রতিটি প্রশ্ন করার পর কিছু সময় লক্ষ্য করতে হবে যে অংশগ্রহণকারীরা কিছু চিন্তা করছে কিনা বা ভাবছে কিনা। অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজেদের পরিচয় ও উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন করে দিতে হবে। তখন যে সব পেশার অংশগ্রহণকারীরা বলবে হ্যাঁ তারা একপা এগিয়ে দাঁড়াবে। আবার যে সব পেশার অংশগ্রহণকারীদের উত্তর না হবে তারা একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর সহায়ক দেখাবে যে, সমাজে বসাবসরত সব পেশার মানুষ একই ধরনের অধিকার ভোগ করে না। তারা কেউ কেউ এগিয়ে থাকে আবার কেউ কেউ পিছিয়ে থাকে। সহায়ক সবাইকে আলোচনা করতে বলবেন এবং মতামত দিতে বলবেন।

উপকরণ: ভিপকার্ড ও মার্কার, মাসিং টেপ/গ্লুটেপ, (ভিপ কার্ডে আগে থেকেই মডিউল অনুসারে পেশার নাম লিখে রাখবেন)।

অধিবেশন–৪

আমার জীবন, আমার বাস্তবতা, আমার জীবনচক্র, ছবি আঁকা

প্রশ্নগুলোঃ

- আপনার ছোটবেলা সম্পর্কে কিছু বলুন, ছোটবেলায় কি করতে ভালো লাগতো, কি স্বপ্ন দেখতেন?
- আপনার বর্তমান সম্পর্কে বলুন, এখন কি অবস্থায় আছেন?
- নারী হিসেবে কখনও নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়েছে এবং কেন? তা বর্ণনা করা।
- আঁকা শেষ হলে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সেটা সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলা এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করতে বলা।

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

- প্রত্যেককে একে অপরকে চেনার ও জানার জন্য উৎসাহিত হবে
- পারিপার্শ্বিক ও জেন্ডার ভিত্তিতে একজন অংশগ্রহণকারীর বাস্তবতা বর্ণনা করা এবং তাঁর সামাজিক অবস্থান ও পরিস্থিতি জানা
- জেন্ডার ও অন্যান্য কারণসমূহ, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, পছন্দ–আপছন্দ কিভাবে একেক জনের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে
- অংশগ্রহণকারীদের একই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করা

পদ্ধতি:

অংশগ্রহণকারীদের ছবি সম্পর্কে বর্ণনা করা ও তাঁর ছবি দেখানো

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের ৫ মিনিট চিন্তা/ভাবতে সময় দেওয়া (তখন আঁকা যাবে না), এ পর্বের প্রশ্নগুলো মূলত নারী হিসেবে তাদের জীবনের গল্প সম্পর্কে বলা।

সহায়ক প্রত্যেকের বর্ণনা থেকে মূল বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। সহায়ক শেষে পুরো সেশন সংক্ষিপ্তাকারে বলা এবং সবাইকে এটা বুঝানো যে আমরা সবসময় মনে করি না যে অন্যের উপর প্রভাব খাটানোই শক্তি বা ক্ষমতা, বরং নিজেদের মধ্যে যে শক্তি আছে তার প্রকাশ, অন্যের মধ্যে সেটার বিস্তার হতে সাহায্য করা ও অন্যকে শক্তিশালী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হতে পারে।

উপকরণঃ বড় সাদা কাগজের প্লেট, রং পেন্সিল, মার্কার, মাসকিন টেপ ও ম্যান্ডালার ছবি

অধিবেশন—৫

নারীর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন এবং নারীর ভূমি ও জলাশয়ের প্রয়োজনীয়তা

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

- স্বকীয় পরিচয় তৈরী করার ক্ষেত্রে নারী জীবনে কি কি বিষয় প্রভাব রাখে'— এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ভাবনা পরিষ্কার করা।
- নারীর ভূমির মালিক হওয়া প্রয়োজন কিনা?

পদ্ধতিঃ

- পুরো সেশনটি দুই ভাগে বিভক্ত—

১) বিতর্ক ও
২) দলীয় আলোচনা।

- আইডেনটিটি ডিবেট বা পরিচয় বিতর্কঃ

শুরুতে দুটি পোস্টার পেপারে দুটি স্টেটমেন্ট লিখে রুমের দুই দিকে ঝুলিয়ে দিন। একটি পোস্টারে লেখা থাকবে—
"নারী নিজে তার পরিবেশ ও পরিচয় তৈরী করে"।
আরেকটি পোস্টার পেপারে লেখা থাকবে—
"পরিবেশ ও পরিচয় নারীর জীবনকে তৈরী করে"।
এরপর আলোচক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন, দুটি স্টেটমেন্টের কোনটির পক্ষে সে? অংশগ্রহণকারীরা নিজের যুক্তিতে যে পক্ষে নিজের অবস্থান মনে করবেন রুমের সেই দিকে দাঁড়াবেন। আলোচক সবাইকে বারবার চিন্তা করে পক্ষ নিতে অনুরোধ করবেন। অংশগ্রহণকারীরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলে তাদেরকে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার পক্ষের যুক্তি নিয়ে চিন্তা করবেন।

আলোচক এবার দুই পক্ষের অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করবেন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে নেয়ার জন্য, যাতে একই যুক্তি দলের সবাই বারবার না বলে। বরং প্রত্যেকে আলাদাভাবে একটি করে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে। প্রত্যেক দল হতে একজন একজন করে অংশগ্রহণকারী তাদের যুক্তি উপস্থাপন করবেন। এভাবে দুই পক্ষই তাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরবেন। যুক্তি উপস্থাপনের সময়ে যেন গোলমাল না তৈরী হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
এরপর যুক্তি শেষ হলে আলোচক বলবেন যে, প্রথমপক্ষ বিশ্বাস করে যে নারী তাদের চেষ্টায় পরিবেশ ও পরিচয় তৈরী করতে পারে। অন্য পক্ষ তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে, পরিবেশ ও পরিচয় নারীর জীবন তৈরী করে। আমরা কোনোটাকে খাটো করে দেখছি না, বরং দুই পক্ষের যুক্তিই শক্ত ও সত্য। কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকবে যে, নারী যাতে তাদের নিজের পরিবেশ ও পরিচয় তৈরী করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও প্রভাবের কাছে আমাদের নিজেদের ছেড়ে না দিয়ে, আমাদের তা পরিবর্তনের জন্য সচেতন হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে।

দলীয় আলোচনা:
অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন। আলোচক পরিষ্কার করে বলবেন যে, আপনাদের জীবনে ভূমির প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে তাহলে আপনার দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাচঁটি পয়েন্ট লিখুন। দলের ভিতর আলোচনা করে, প্রথমে কাগজে লিখুন। তারপর সবার মতামত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পাচঁটি কারণ লিখুন। তিনটি দলকে ১০ মিনিট করে সময় প্রদান করুন। পোস্টার পেপারে লেখা শেষ হলে প্রতিটি দল পাচঁটি করে কারণ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন শেষ হলে আলোচক সবাইকে বলবেন যে, নারীর ভূমির মালিকানা দরকার। সবাই একসাথে বলবে—

"নারীর জন্য ভূমির মালিকানা চাই।"

উপকরণ: পোস্টার পেপার, ভিপকার্ড, মার্কার, গ্লুটেপ এবং পোস্টার পেপারে লেখা স্টেটমেন্ট

অধিবেশন—৬

সামাজিকতা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

- নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্থানীয় সামাজিকতা সম্পর্কে বলা ও জানা।

পদ্ধতি: মুক্ত আলোচনা, গল্প বলা

প্রশিক্ষক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করবেন এবং বলবেন আপনারা নারীর ভূমি ও জলাশয়ে অধিকার এবং নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছেন, এ বিষয়টিতে তারা আসলে কি কতটুকু বুঝেন এই সম্পর্কে তার মতামত শুনতে চাইবেন এবং সহায়ক তার সাথে যুক্ত করে বিশদভাবে আলোচনা করবেন। নারীর ভূমি অধিকার নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের স্থানীয় সামাজিকতার বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের স্থানীয় সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি সকলের তুলে ধরতে সাহায্য করবেন। সকলকে কথা বলা সুযোগ দিবেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন—৭

উত্তরাধিকার আইনে ভূমিতে নারীর অংশ

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমিতে নারী অধিকার বা অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

পদ্ধতিঃ মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও গল্প বলা।

সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। শুরুতেই উত্তরাধিকার আইনে জমিতে নারীর অংশ বলতে তারা কি বোঝে বা জানে সেই বিষয়ে তাদেরকে ৫ মিনিট ভাবতে বলেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন— উত্তরাধিকার সূত্রে জমিতে নারী বা মেয়েদের অংশ সম্পর্কে তারা কতটুকু জানেন। পৈত্রিক বা স্বামী জমির ভাগ বাটোয়ারা কি অনুসারে হয়েছে। কেউ সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছেন কিনা/ পেলেও কতটুকু সেই সম্পর্কে শুনবেন। এরপর প্রশিক্ষক উত্তরাধিকার আইন অনুসারে নারীর অংশ নিয়ে আলোচনা করবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

সহায়কের জন্য নোটঃ

মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশঃ

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর উত্তরাধিকার/ কোরানিক আইনে স্বীকৃত আছে, উত্তরাধিকার যদি ৮ জন হন নারী মৃত ব্যক্তির স্থাবর—অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। তবে কোরানে বর্ণিত অধীনে চারজন নারী অংশীদারের নামের তালিকা এবং তাদের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত নিয়ম:

০১ **স্ত্রীঃ** মৃতব্যক্তির সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে ১/৮ (আট ভাগের এক ভাগ) আর না থাকলে পাবে ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ)। মাতাঃ ছেলে মেয়ে থাকলে পাবে ১/৬ (ছয় ভাগের এক ভাগ) আর না থাকলে পাবে ১/৩ (তিন ভাগের এক ভাগ)

০২ **কন্যাঃ** পুত্র সন্তান না থাকলে এবং মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র কন্যা থাকলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। একের অধিক কন্যা থাকলে মোট সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পুত্র যা পাবে কন্যা তার অর্ধেক পাবে।

০৩ **আপন বোনঃ** মৃত:ব্যক্তির পুত্র বা পিতা জীবিত থাকলে বোন কোন প্রকার অংশ সম্পত্তি পায় না। মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্রী না থাকলে একজন বোন থাকলে সে মোট সম্পত্তির ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্ধেক) পাবে একাধিক হলে ২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ) পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই থাকে তবে ভাই যা পাবে বোন তার অর্ধেক পাবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশঃ

০১ **বিধবাঃ** মৃত:ব্যক্তির পুত্র, প্রৌত্র, প্রপ্রৌত্র না থাকলে বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির মালিকানা পাবে। পুত্র থাকলে বিধবা একপুত্রের সমান অংশ পাবে।

০২ **কন্যা/কন্যাগণঃ** পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র, বিধবা না থাকলে কন্যা সম্পত্তির মালিক হবে। প্রথমত অবিবাহিত কন্যা তারপর পুত্রবতী কন্যা সম্পত্তির মালিক হবে।

হিন্দু নারী কেবল জীবন স্বত্ত্বে সম্পত্তি পান। তিনি পুরুষের মত এই সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারেন না।

সহায়ক পুরো সেশন সংক্ষিপ্তকারে বলা এবং সবাইকে বিষয়টা খোলাখুলি বোঝানো যে উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ কতটা এবং তারা বুঝতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

সহায়কের জন্য নোট এবং সংযুক্তি: যে এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সেখানে উপরোক্ত দুটি ধর্মে লোক বেশি থাকলে (মুসলিম ও হিন্দু) সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। তবে যদি আদিবাসী এলাকায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা হয়ে থাকে তবে সেখানে একইভাবে আদিবাসী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একইভাবে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন আলোচনা করবেন।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

অংশীদারদের তালিকা ও তাদের অংশঃ
মুসলিম আইনানুযায়ী ৬ জন কোন অবস্থাতেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না।
১. পিতা ২. মাতা ৩. স্ত্রী ৪. স্বামী ৫. পুত্র ৬. কন্যা
এক্ষেত্রে ১-৪ নং পর্যন্ত নির্ধারিত হারে সম্পত্তি পাওয়ার পরে অবশিষ্টাংশ ৫ ও ৬ নং পায়।

ক্রমিক নং	অংশীদার	সাধারণত	বিশেষ অবস্থায়
০১	পিতা	১/৬ অংশ	পুত্র/কোন সন্তান না থাকলে (বিবাহিত ক্ষেত্রে) ১/৬ অংশের সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তি যোগ হয়।
০২	মাতা (মাতা না থাকলে নানী) সম্পত্তি পায়)	১/৬ অংশ	মৃত ব্যক্তি বিবাহিত হলে এবং কোন সন্তান না থাকলে ১/৩ অংশ পায়।
০৩	স্বামী	১/৪ অংশ	কোন সন্তান না থাকলে ১/২ অংশ পায়।
০৪	স্ত্রী (একজন বা একাধিক হলে)	১/৮ অংশ	কোন সন্তান না থাকলে ১/৪ অংশ পায়।
০৫	পুত্র	১-৪ নং পর্যন্ত যারা জীবিত আছেন তাদেরকে দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতে কন্যার দ্বিগুণ অংশ পায়।	কন্যা না থাকলে অবশিষ্ট সম্পত্তি পুরোটাই পায়।
০৬	কন্যা	১ পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পায়।	পুত্র না থাকলে কন্যা ১ জন হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/২ অংশ এবং কন্যা একাধিক হলে ২/৩ অংশ পায়।

উত্তরাধিকার আইনের উপরোক্ত বন্টন ছাড়াও নিম্নলিখিত আইনসমূহও ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য

- পুত্র বর্তমানে ভ্রাতা/ভগ্নি ওয়ারিশ হয়না
- পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি না থাকলে দূরবর্তী জ্ঞাতিগণ ওয়ারিশ হয়।
- একাধিক স্ত্রী থাকলে এক স্ত্রীর প্রাপ্য অংশে সমহারে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বন্টিত হবে।
- ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশের ৪ নং ধারা বলে কোন পুরুষ বা নারী তার পিতা কিংবা মাতার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করলে তার সন্তানগণ পিতা বা মাতার ওয়ারিশ হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হবেন।
- মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হিসেবে তুলনামূলকভাবে পুরুষ বেশী সুবিধাভোগী সবক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন পুরুষ যতটুকু অর্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় নারী হয় তার অর্ধেক।

প্রচলিত হিন্দু আইনে একমাত্র পুরুষরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মেয়েরা কোন অংশ পায় না। সাধারণতঃ হিন্দু বিধবা ছাড়া অন্য কোন নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অর্জন করে না, তবে যদি কোন হিন্দু লোকের পুত্র, পৌত্র (পুত্রের পুত্র), পৌত্রের পুত্র এবং স্ত্রী না থাকে কেবল তখনই কন্যারা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে সম্পত্তি অর্জন করেন। যখন কোন হিন্দু নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পান আজীবন ভোগ করতে পারেন, কিন্তু তিনি সম্পত্তি দান বা উইল করতে পারেন না। তবে যুক্তিসঙ্গত ও আইনসম্মত কারণে বিক্রি করার সীমিত অধিকার রয়েছে। তার মৃত্যুর পর যার কাছ থকে উক্ত নারী সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি ফেরত যাবে। সম্পত্তিপ্রাপ্ত নারীর উত্তরাধিকারীরা এতে ভাগ পাবেন না।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে ৫৩ জন সপিন্ড উত্তরাধিকারের মধ্যে সাধারণত যে ২০ জনের উত্তরাধিকার কার্যকর হয় বা হতে পারে, তাদের পরিচয় নিম্নরূপ-

১. পুত্র	১১. ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র
২. পৌত্র	১২. ভাগিনেয়
৩. প্র-পৌত্র	১৩. পিতামহ
৪. স্ত্রী/বিধবা	১৪. পিতামহী
৫. কন্যা	১৫. খুড়া এবং জেঠা
৬. দৌহিত্র	১৬. তাদের পুত্র
৭. পিতা	১৭.তাদের পুত্রের পুত্র
৮. মাতা	১৮. পিসতুতো ভাই
৯. ভ্রাতা ঃ	১৯. প্রপিতামহ
১০. ভ্রাতুষ্পুত্র ঃ	২০. প্রপিতামহী

এই ২০ জনের মধ্যে ৫ জন নারী, যথাঃ

১. বিধবা স্ত্রী
২. কন্যা
৩. মাতা
৪. পিতামহী
৫. প্রপিতামহী

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সাধারণ নিয়মাবলী:

- হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার হন। পিতার জীবদ্দশায় যৌথ পরিবার গঠিত হয়না। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যৌথ পরিবার গঠন করতে পারেন। যৌথ পরিবারের কর্তা প্রয়োজনে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয়, বন্ধক বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারেন।
- উত্তরাধিকার মতে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ কর্তৃক গঠিত যৌথ পরিবারে তাদের নিজ নিজ অংশ বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করতে পারেন।
- কোন হিন্দু যখন মারা যান, ঠিক সে মুহুর্ত থেকে তার নিকটবর্তী উত্তরাধিকারগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে কোন উত্তরাধিকার জন্মগ্রহণ করতে পারে এ কারণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব স্থগিত রাখা যাবেনা।
- স্ত্রীধন বলতে নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বুঝায়। যে সম্পত্তির উপর নারীর চূড়ান্ত অধিকার আছে এবং যার উপর স্বামীসহ অন্য কারও কোন কর্তৃত্ব নেই, তাকে স্ত্রীধন বলা হয়। নারীগণ ইচ্ছা করলে ভোগদখল,দান, বিক্রয়, উইলসহ যে কোন ধরনের হস্তান্তর করতে পারবেন।
- মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান থাকলে স্ত্রী এক পুত্রের সমান অংশ পাবে; একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে তুল্যাংশে বন্টন হবে।
- মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকলে শুধুমাত্র কুমারী কন্যা মালিক হবে। বিবাহিত নিঃসন্তান কন্যা কোন অংশ পাবে না, কন্যার গর্ভজাত পুত্র উত্তরাধিকার হবে।

হিন্দু আইনে দানপত্র:

প্রতিদান পাবার ইচ্ছা ব্যতীত কোন ব্যক্তি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিজ স্বত্ব স্বেচ্ছায় অন্যের নিকট প্রদান করেন এবং যার বরাবরে প্রদান করা হয় তিনি বা তার পক্ষে কেউ যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে ঐ সম্পত্তিতে দাতার স্বত্ব লোপ পায় এবং গ্রহীতার স্বত্ব অর্জিত হয়। এভাবে প্রতিদানবিহীন স্বত্ব হস্তান্তরকে দান বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি দান করতে হলে দাতাকে অবশ্যই ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ১২৩ ধারা অনুযায়ী দলিল সম্পাদন ও কমপক্ষে ২ জন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে। রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে দখল হস্তান্তর প্রয়োজনীয় নয়। হিন্দু নারীগণ তার অর্জিত সম্পত্তি (স্ত্রীধন) অন্যকে দান করতে পারেন। কিন্তু স্বামীর জীবদ্দশায় যে স্ত্রীধন অর্জিত হয়েছে তা দান করতে হলে তার স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হবে।

জীবন স্বত্ব

হিন্দু আইনে পাঁচ জন নারী (মৃতের বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী) সপিন্ড । এরা যখন উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পান, তা কোন পুরুষ অথবা নারী যার নিকট থেকেই হোক না কেন, তারা ঐ সম্পত্তি জীবন স্বত্বে পায়। অর্থাৎ ঐ নারী যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারবেন কিন্তু কোনরূপ বিক্রয়, দান, উইল, বা হস্তান্তর করতে পারবে না। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি সে যার নিকট থেকে পেয়েছিল তার সপিন্ডের নিকট চলে যাবে, নারীর নিজস্ব কোন উত্তরাধিকারীর নিকট নয়। আপাত দৃষ্টিতে নারীর সম্পত্তি বিক্রয় করা না গেলেও, আইনসঙ্গত কারণে (মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়া, মৃতের আত্মার কল্যাণার্থে ধর্মীয় নির্দেশমত কাজ, মৃতের ঋণ পরিশোধ, সম্পত্তির খাজনা পরিশোধ, কন্যার বিয়ে ইত্যাদি) এই প্রকার সম্পত্তি বিক্রয় করা যেতে পারে। জীবন স্বত্বের সম্পত্তি বিক্রয় করার সময় সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতি নিয়ে বিক্রয় করা যাবে। বিধবা পুত্রের সাথে একত্রে জীবন স্বত্বে সম্পত্তি পায়। বিধবা ১ পুত্রের সমান জীবন স্বত্বে সম্পত্তি পায়। বিধবা একাধিক হলে সকলে একত্রে এক পুত্রের সমান জীবন স্বত্বে সম্পত্তি পাবে।

স্ত্রীধন

হিন্দু আইন অনুযায়ী সম্পত্তিতে মহিলাদের দু'ধরনের স্বত্ব বা অধিকার জন্মে থাকে। প্রথমতঃ কিছু সম্পত্তিতে তারা সম্পূর্ণ বা নিগূঢ় স্বত্বের অধিকারী হয় এবং দ্বিতীয়ত: কিছু সম্পত্তিতে তারা সীমিত বা জীবন স্বত্বের অধিকারী হয়। এই দু'ধরনের সম্পত্তিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রথমোক্ত সম্পত্তিকে স্ত্রীধন এবং দ্বিতীয়োক্ত সম্পত্তিকে নারীর সম্পত্তি বলা হয়।

নারীর সম্পত্তি

দায়ভাগা মতে পাঁচজন মহিলা সপিন্ডের উল্লেখ আছে , উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পাঁচজনই সীমিত বা জীবন স্বত্বে নারীর সম্পত্তির অধিকার পায়। এই পাঁচজন হচ্ছে বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে কোন পুরুষ বা নারী যার কাছ থেকেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হোক তা জীবিতকালে শুধু ভোগ –দখলের অধিকার পাবে। আইনসঙ্গত এবং বৈধ কারণ ছাড়া প্রাপ্ত সম্পত্তি কোন প্রকার দায়বদ্ধ দান, বিক্রয় বা উইল করতে পারবেনা। তাদের মৃত্যুর পর ঐসম্পত্তি তারা যার নিকট থেকে পেয়েছিল তাদের নিকটবর্তী সপিন্ডদের উপর বর্তাবে। জীবন স্বত্বের অধিকারী মহিলার নিজস্ব উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে না। কোন মহিলা যদি নারীর সম্পত্তির আয়ের দ্বারা নিজ নামে সম্পত্তি ক্রয় করে তাহলেও সেই ক্রয়কৃত সম্পত্তি নারীর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

স্ত্রীধনঃ

ওয়ারিশ সূত্র ছাড়া কোন নারী কুমারী, বিবাহিতা অথবা বিধবা অবস্থায় যেকোন ভাবেই সম্পত্তি অর্জন করতে পারে এই অর্জিত সম্পত্তিকে স্ত্রীধন বলে। নারীরা এই ধরনের সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা নিগূঢ় স্বত্বাধিকারী হন।

স্ত্রীধন হলো—

(১) কোন নারী কুমারী অবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্র ছাড়া অন্য যেকোনভাবে অর্জিত সম্পত্তি; (২) একজন বিধবার উত্তরাধিকার সূত্র ছাড়া অন্য যেকোনভাবে অর্জিত সম্পত্তি; (৩) একজন বিবাহিতা নারীর উত্তরাধিকার সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বা অর্জিত সম্পত্তি এবং বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপঢৌকন; (৪) কোন নারীর ভরণপোষণ বাবদ প্রাপ্ত সম্পত্তি; (৫) স্ত্রীধনের আয়ের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি। কোন হিন্দু নারী মারা গেলে তার স্ত্রীধনের ওয়ারিশ হবে তার নিজস্ব উত্তরাধিকারীগণ।

কোন কুমারী কন্যা মারা গেলে তার রেখে যাওয়া স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারীর ক্রম হবে, ক) সহোদর ভাই; খ) মাতা; গ) পিতা; ঘ) পিতার নিকটতম ওয়ারিশ।

বিবাহিতা এবং বিধবা মহিলাদের স্ত্রীধনকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে নিম্নে ছকের মাধ্যমে স্ত্রীধনের প্রকারভেদ এবং উত্তরাধিকারের ক্রম উপস্থাপন করা হলো:—

ক্রম নং	স্ত্রী ধনের ধরন	উত্তরাধিকারীর ক্রম
০১	**শুল্ক ঃ** কন্যাকে স্বামী গৃহে যেতে উৎসাহিত করার জন্য দেয় উপহার সামগ্রী হলো শুল্ক।	১. সহোদর ভাই ২. মাতা ৩. পিতা ৪. স্বামী
০২	**যৌতুক ঃ** আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিবাহের এবং স্বামীগৃহে যাবার সময় কন্যাকে যেসব উপহার দেয়া হয় তাই হলো যৌতুক।	১) কুমারী কন্যা ২) বাগদত্তা কন্যা ৩) পুত্রবতী বা পুত্র সম্ভবা বিবাহিতা কন্যা ৪) বিবাহিতা বিধবা এবং সন্তানহীনা কন্যা (তারা একত্রে পাবে) ৫) পুত্র ৬) দৌহিত্র ৭) পৌত্র
০৩	**অন্বধেয়ক ঃ** বিবাহের পর পিতা অথবা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রীকে অন্বধেয়ক বলে।	১) কুমারী কন্যা ২) বাগদত্তা কন্যা ৩) পুত্র ৪) পুত্রবতী বা পুত্র সম্ভবা বিবাহিতা কন্যা ৫) বিবাহিতা বিধবা এবং সন্তানহীনা কন্যা (তারা একত্রে পাবে) ৬) দৌহিত্র ৭) পৌত্র
০৪	**অযৌতুক ঃ** বিবাহিতা এবং বিধবাদের উপরোক্ত উৎস ছাড়া অন্যভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে অযৌতুক বলে।	১) পুত্র এবং অবিবাহিতা কন্যাগণ মিলিতভাবে ২) পুত্রবতী অথবা পুত্র সম্ভবা কন্যা ৩) পৌত্র ৪) দৌহিত্র ৫) বন্ধ্যা বিবাহিতা কন্যা এবং সন্তানহীনা কন্যা

খ্রিষ্টান উত্তরাধিকার আইনঃ

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়।

যদি কোন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় না থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পুরো সম্পত্তি পাবে।

যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে ১/৩ অংশ এবং বাকি ২/৩ অংশ সমগোত্রীয় আত্মীয় পাবে।

- যদি সন্তান না থাকে এবং যদি কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রী মৃত স্বামী/ স্ত্রীর সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে।
- মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে, স্ত্রী রেখে গেলে অথবা মৃত ব্যক্তি স্ত্রী হলে স্বামী রেখে গেলে সন্তানগণ মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে। এই ২/৩ অংশ পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হবে।
- মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা–মাতা বা অন্যান্য রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা সম্পত্তির কোন অংশ পাবেনা।
- মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে, তখনই কেবল পিতা সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে; এ ক্ষেত্রে মৃতের স্বামী/ স্ত্রীর অংশ ২/৩ অংশ বাদ দিয়ে বাকি ১/৩ অংশ পিতা পাবে।
- যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন না থাকে তখনই কেবল মাতা সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামীর ২/৩ অংশ বাদ দিয়ে বাকি ১/৩ অংশ মাতা পাবে।
- যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান এবং পিতা না থাকে তখন তাদের ভাইবোন এবং সন্তানাদি সমানভাবে তার সম্পত্তির অংশ পাবে। অর্থ্যাৎ এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামীর ২/৩ অংশ বাদ দিয়ে বাকি ১/৩ অংশ সমানভাবে ভাগ হবে।
- মৃত ব্যক্তির স্বামী/ স্ত্রী, পিতা–মাতা, ভাই–বোন না থাকলে পরোক্ষ রক্তের আত্মীয়গণ যেমন চাচা, চাচাত ভাই বা বোন, চাচাত ভাইয়ের ছেলে–মেয়ে, ফুফু, খালা, মামা, মামাত ভাই–বোন এরা সমানভাবে সম্পত্তি পাবে। কোন ব্যক্তি যদি কেবল মাত্র স্ত্রী রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পত্তি স্ত্রী পাবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী সম্পত্তি রেখে মারা গেলে স্বামী পাবে।

আদিবাসী উত্তরাধিকার আইন

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীগণ যদি তাদের প্রথা ও রীতিনীতি অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করতে চায়, সেক্ষেত্রে আইন কোন বাধা হবে না। আর যদি কোন আদিবাসী বাংলাদেশ সরকারের আইনানুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করতে চায় তাহলে হিন্দু আইনের দায়ভাগা মতবাদ অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া হবে। সাধারণত: দেখা যায়, সমতলের অধিকাংশ আদিবাসী তাদের রীতিতে ও হিন্দু আইনের দায়ভাগা মতবাদ অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করে থাকে।

আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর:

আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সহকারি কমিশনার (ভূমি) বরাবরে আবেদন করতে হয়। আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই—বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়ন সহকারি ভূমি অফিসারের নিকট থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর শুনানির জন্য পত্র দেয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন, রেকর্ডাদি এবং শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জমি হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান অথবা বাতিল করা হয়। স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সী এ্যাক্টের (১৯৫০) ৯৭ নং ধারার বিধানমতে একজন আদিবাসী কেবল অন্য একজন আদিবাসীর নিকট তার জমি হস্তান্তর বা সম্পূর্ণ খায়খালাসি বন্ধকী দিতে পারবে। তবে হস্তান্তরের গ্রহীতা হিসাবে আদিবাসী পাওয়া না গেলে স্থানীয় রাজস্ব অফিসারের নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আদিবাসী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জমি হস্তান্তর করতে পারবে।

- সেবা প্রাপ্তির সময় সাধারণত: ২৫ দিন
- প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি ১০ টাকা
- সেবা প্রাপ্তির স্থানঃ উপজেলা ভূমি অফিস
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: সহকারি কমিশনার (ভূমি)
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র— ১০ টাকার কোর্ট ফিসহ আবেদন ও মালিকানার সপক্ষে কাগজপত্র সেবা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে প্রতিকারকারী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক।

• জমি বন্ধকী আইন	• সামাজিক বনায়ন
• জাল দলিল	• সংরক্ষিত বনায়ন
• খারিজ না করা	• পুলিশ প্রশাসনের অসহযোগিতা
• শত্রু সম্পত্তি আইন	• ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতি
• পারমিশান আইনের জটিলতা	• জবর দখল/ ভয়ভীতি প্রদর্শন
• জমি পরিমাপের মাপ ও একক না জানা	• ভূয়া বায়নানামা বানানো
• জমি—জমার কাগজাদি সম্পর্কে ধারণা না থাকা	• আদিবাসী সংগঠন না থাকা
• সনাতন/হিন্দু নামে জমি রেকর্ড হওয়া	• আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো দুর্বল
• দাখিলা না থাকা	• বনে জবরদস্তি রাবার, কলা ও চা চাষ
• খাজনা না দেয়া	• ভূমি প্রশাসন কতৃর্ক প্রভাবশালীকে আদিবাসী জমি লিজ বা বন্দোবস্ত প্রদান
• ভূমি জরিপ সম্পর্কে ধারণা না থাকা	• খাসজমিতে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না পাওয়া
• মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা	• দেবোত্তর জমি/ সম্পত্তি দখল
• বন বিভাগের মামলা	

অধিবেশন—৮

ভূমি অফিস ও মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সাথে পরিচিতি অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ

- স্থানীয় পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহের কাজ সম্পর্কে ভাবনা পরিষ্কার করা
- ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব বিষয়ক কাগজপত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

পদ্ধতি
পুরো সেশনটি দুই ভাগে বিভক্ত— ১) উন্মুক্ত আলোচনা ২) প্রশ্নোত্তর

উন্মুক্ত আলোচনা

শুরুতে সহায়ক চারটি পোস্টার পেপারে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর চারটি অফিসের নাম সুন্দর করে লিখে রুমের চার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিবেন। চারটি অফিসের নাম হলো—
১) ইউনিয়ন ভূমি অফিস;
২) উপজেলা ভূমি অফিস/এসি ল্যান্ড অফিস;
৩) সাব রেজিস্টার অফিস; এবং
৪) সেটেলমেন্ট অফিস।

সহায়ক পূর্বে ফ্লিপকার্ডে মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রের নাম লিখে রাখবেন—
ক) দলিল,
খ) পর্চা
গ) মিউটেশন কপি/রের্কড,
ঘ) খাজনার রশিদ/দাখিলা,
ঙ) জমির নকশা,
চ) ওয়ারিশকাম সনদ। তবে এই নামগুলো তিন রংয়ের ফ্লিপকার্ডে তিন সেট তৈরী করবেন।

এরপর অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করে দিবেন। তিন দলে তিন রংয়ের লেখা সেট বিলি করবেন। এরপর সহায়ক সবাইকে বলবেন যে, কাগজপত্রের নাম নিয়ে আপনারা নিজেদের ভিতর আলোচনা করুন। কোন কাগজ মালিকানার স্বত্ব পূরণে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কোন ধরনের কাগজ কোন অফিস হতে দেয়া হয়ে থাকে। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের মধ্যে দশ মিনিট আলোচনা করবেন। তারপর দলের সদস্যগণ মালিকানা স্বত্ব এর কাগজের নাম চার দেয়ালে লেখা চার অফিসের নামের নিচে আঠা বা গ্লুটেপ বা মাকিং টেপ দিয়ে আটকে দিবেন। নীচে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

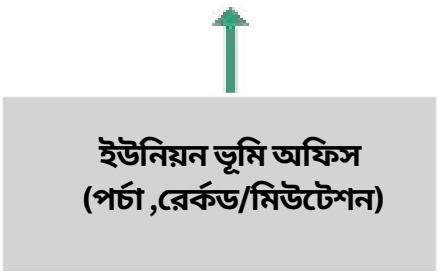

ইউনিয়ন ভূমি অফিস	খাজনার দাখিলা, পর্চা
উপজেলা ভূমি অফিস	মিউটেশন, রেকর্ড , পর্চা
সাব–রেজিস্টার অফিস	দলিল
সেটেলমেন্ট অফিস	নকশা ও রেকর্ড

এই আলোচনা শেষ হবার পর, সহায়ক ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন। যেমন– ভাইয়েরা সঠিক পরিমাণ জমি বোনকে না দিলে কোথায় আবেদন করবেন। বোন যদি বাইরে জমি বিক্রি করে সেক্ষেত্রে শরিকগণ কি মামলা করতে পারবে কিনা? জমি দখল বা ভূমি দস্যুতার জন্য ফৌজদারী অপরাধের সম্পর্ক সংক্রান্ত নতুন আইন নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর সেশন শেষ করবেন।
উপকরণ: পোস্টার পেপার, ভিপকার্ড, মার্কার, গ্লুটেপ এবং পোস্টার পেপারে লেখা চার অফিসের নাম, ভিপ কার্ডে লেখা, মালিকানা স্বত্ত্ব কাগজপত্রের নাম লেখা তিন সেট।

সহায়কের জন্য সংযুক্তি: প্রস্তাবিত ভূমি আইন প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২১।

প্রস্তাবিত ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন

বাংলাদেশের সরকার, যেখানে জমিজমা, ফ্ল্যাট ইত্যাদি সংক্রান্ত ২৪ ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করে তার জন্য নানা মেয়াদের শাস্তির বিধান থাকছে। প্রস্তাবিত ভূমি অপরাধ ও প্রতিকার আইন ২০২১ আইনে যেসব অপরাধ চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্য যে সাজা প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

জাল দলিল তৈরি:
কোন ব্যক্তি যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন বা সরকারি খাসভূমি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের জমির দলিল জাল করেন, তাহলে ছয় মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবেন।

মালিকানার অতিরিক্ত জমির দলিল সম্পাদন:
কোনো ব্যক্তি যদি যতটুকু জমির মালিকানা রয়েছে তার চেয়ে বেশি জমির দলিল করেন, তাহলে তার দুই থেকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড বা ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড হতে পারে এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

একই জমি একাধিকবার বিক্রয়:
কোন ব্যক্তি যদি তার বিক্রিত জমি পুনুরায় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করেন, তাহলে তার দুই থেকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড বা ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

বায়নাকৃত জমির পুনরায় চুক্তি করা:
কোনো ব্যক্তি বিক্রয় চুক্তি বা বায়না চুক্তি করার পর অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে আবার চুক্তি করলে তার দুই থেকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড বা ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

ভুল বুঝিয়ে দানপত্র:
যদি কোন ব্যক্তি ভুল বুঝিয়ে বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অথবা প্রতারণা করে অন্য আরেক জনের কাছ থেকে জমির দানদলিল করেন, তাহলে সেটা একটা অপরাধ হবে। সে জন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

সহ–উত্তরাধিকার বঞ্চিত করে নিজের নামে দলিল:
উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের অংশের চেয়ে বেশি জমি বিক্রির জন্য দলিল করা হলে ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

সহ–উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করে নিজের প্রাপ্যতার চেয়ে অধিক জমি বিক্রি:
উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের অংশের চেয়ে বেশি জমি বিক্রির জন্য দলিল সম্পাদন করলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

অবৈধ দখল:
বৈধ কাগজপত্র না থাকার পরেও কেউ যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন, সরকারি খাসভূমি বা কোন সংস্থার জমি জোর করে দখল করে রাখেন, সেজন্য এক থেকে তিন বছরের কারাদন্ড বা ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

সহ–উত্তরাধিকারীর জমি দখল করে রাখা:
কোনো ব্যক্তি যদি তার শরিক বা উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য জমি জোর করে দখল করে রাখেন, সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

অবৈধভাবে মাটিকাটা, বালি উত্তোলন:
বেআইনীভাবে সরকারি বা বেসরকারি ভূমি, নদীর পাড়, তলদেশ ইত্যাদি থেকে মাটি বা বালু উত্তোলন করলে কোনো ক্ষতি হোক বা না হোক অপরাধ হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করার শাস্তি:
যদি কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে মাটি ভরাট করে বা অন্য কোনভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি করে, সেটি অপরাধ বলে গণ্য হবে। সে জন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

বিনা অনুমতিতে জমির ওপরের স্তর কেটে নেয়া:
জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া ওপরের স্তর থেকে মাটি উত্তোলন করা বা করানো হলে সেটি অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

রিয়েল এস্টেট কতৃর্ক জমি বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর সংক্রান্ত অপরাধ:
একই জমি একাধিক ব্যক্তির বরাবর দলিল করে দেয়া, চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে জমির দখল দিতে না পারা, ফ্ল্যাট বিক্রয়ের পর ঘোষিত সময়ের মধ্যে হস্তান্তর করতে না পারা, ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হলেও দলিল দিতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ড অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

চুক্তির পর ভূমি মালিককে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে না দেয়া:
ভূমির মালিকের সঙ্গে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি চুক্তি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমির মালিকের অংশ তাকে বুঝিয়ে না দিলে বা দখল না দিলে দুই বছরের কারাদন্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

সরকারি–বেসরকারি বা সংস্থার জমির বেআইনী দখল:
সরকারি খাসজমি বা অন্য কোন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি বেআইনীভাবে দখল করা হলে বা ওই ভূমিতে অবৈধ অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

নদী, হাওর, বিল বা জলাভূমির ক্ষতি:
মাটি, বালি বা আবর্জনা দ্বারা, অন্য কোন পদার্থ বা উপায়ে বা অবকাঠামো নির্মান করে নদী, হাওড়, বিল বা জলাভূমির আংশিক ক্ষতি করা হলে একবছরের কারাদন্ড বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে। আর সম্পূর্ণ ক্ষতি করা হলে ছয়মাস থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

অবৈধ দখল গ্রহণ ও দখল বজায় রাখতে পেশীশক্তি প্রদর্শন:
অবৈধভাবে ভূমির দখল করা হলে এবং বেআইনি দখল বজায় রাখার জন্য অস্ত্র প্রদর্শন, প্রাণনাশের হুমকি ইত্যাদি দেওয়া হলে সেটি জামিনের অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেজন্য ছয়মাস থেকে তিন বছরের কারাদন্ড বা ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে।

পুনরায় অপরাধ করা:
এ আইনের অধীন কোন অপরাধে একবার সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনুরায় সেই অপরাধ করলে আগে যে ধারায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে, তার দ্বিগুণ শাস্তি হবে এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

বেশি জমি লিখিয়ে নেয়া:
এক্ষেত্রে যদি জমির পরিমাণ এক একরের বেশি হয় এবং ল্যান্ড ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলেপার জড়িত থাকে, তাহলে তার দুই থেকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড বা ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হতে পারে এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রতিবেশী ভূমি মালিকের ক্ষতিসাধন:
কেউ যদি সহ–মালিক বা পাশাপাশি থাকা জমির ক্ষতি সাধন করেন বা কোনো পরিবর্তন আনেন তাহলে এক বছর থেকে দুই বছরের কারাদন্ড বা ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ড হতে পারে।

অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা:
এই আইনের বর্ণনা করা যে কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করলে সেই ব্যক্তিরও অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির মত শাস্তি হবে।

অধিবেশন—৯

জলবায়ু কি? নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়

অধিবেশনের উদ্দেশ্য-

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- জলবায়ু কি সে সম্পর্কে জানতে পারবেন
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা নারীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন
- নারী নেত্রী হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদ্ধতি:
অংশগ্রহণকারীদের ছবি সম্পর্কে বর্ণনা করা, মুক্ত আলোচনা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করবেন। প্রশ্ন করবেন জলবায়ু বলতে কি বোঝেন এবং তাদের মতামত জানবেন। তাদের মতামতের সাথে জলবায়ু কি ব্যাখ্যা করবেন। এরপর মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে জলবায়ুর কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন সেগুলো তাদের কাছ থেকে শুনবেন এবং পোস্টার পেপারে লিখবেন এবং এই পরিবর্তনের কারণ কি এই সম্পর্কে মতামত নিবেন এবং তার সাথে যদি প্রয়োজন হয় আরও কিছু কারণ যুক্ত করবেন। এর ফলে পরিবেশের কি কি সমস্যা বা পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো তাদেও থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিবেন এবং পোস্টার পেপারে লিখবেন।

অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে বিভক্ত করবেন এবং দলীয় কাজ আলোচনা করে লেখার জন্য পোস্টার পেপার ও মার্কার দিবেন।
"**জলবায়ু পরিবর্তন একজন নারীর জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলছে" এবং "জলবায়ু বা এর পরিবর্তনে নারীর জীবনে প্রভাব"** এই বিষয়টাকে কীভাবে পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় বা এক্ষেত্রে কী কী প্রস্তাব হতে পারে সে বিষয়ে দলীয় কাজ করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিবেন। দলীয় কাজ শেষ হলে দুইদল হতে সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলবেন। প্রয়োজনে তাদের তথ্য আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবেন।

দলীয় কাজ এবং আলোচনার শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের হাতে দিবেন। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে নারী নেত্রী হিসেবে করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ভিপ কার্ডে লিখতে বলবেন। সকলের লেখা হয়ে গেলে সবাই এর লেখা সংগ্রহ করে বোর্ডে টানাতে সাহায্য করুন এবং বোর্ডে লাগিয়ে দিলে একজনকে পড়তে অনুরোধ করবেন। সবার উত্তর শুনবেন এবং এবার সহায়ক তথ্যের আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবেন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ।

সহায়কের জন্য নোট:
কোন বিশাল স্থানের দীর্ঘ সময়ের অর্থাৎ ৩০—৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় হিসাবকে জলবায়ু বলে। প্রতিদিনের তাপমাত্রাকে আবহাওয়া বলে আর ৩০—৩৫ বছরের গড় আবহাওয়া ওই এলাকার জলবায়ু বলে। যেমন ধরুন আপনারা জানেন বা আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে কখন গরম পড়বে, কখনও থেকে বর্ষা শুরু হবে এবং শীত ও কখন হতে পড়বে এটা আপনারা বুঝতে পারেন। কারণ দীর্ঘদিন ধরে আপনারা আমাদের দেশের আবহাওয়া এমনটাই দেখে আসছেন।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ

যেমন: ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে দূর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষ সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় নিচ্ছে একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকার ফলে সেখানে কিশোরী এবং নারীরা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে, অনেকে জীবিকা হারিয়ে (পুরুষ) শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন সেখানে আবার বিয়ে করে সংসার শুরু করছেন অন্যদিকে নারীরা গ্রামে সন্তান নিয়ে দূর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। পরিবারের অভাব ও অস্বচ্ছলতার জন্য অনেক কন্যাশিশুকে বাল্যবিয়ের শিকার হতে হচ্ছে। লবনাক্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে খাবার পানির সংকট তৈরি হচ্ছে ফলে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে নারীকে পরিবারের জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পরিবার ও গবাদি পশুপাখির জন্য পানি সংগ্রহ করতে নারীদের কয়েকগুণ বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেক গর্ভবতী নারীরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ঋতুস্রবের কাপড় পরিষ্কারের জন্য লবনাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে অনেকের জরায়ুতে সমস্যা হচ্ছে। অনেক নাম্ব্রবেঋতুস্রবের সময় যাতে লবনাক্ত পানির ব্যবহার করতে না হয় সেজন্য ওষুধ খেয়ে নিজেদের ঋতুস্রবের বন্ধ রাখতে চেষ্টা করছে যার ভবিষ্যৎ পরিণাম আরও ভয়ংকর। এছাড়াও গর্ভপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। মিষ্টি পানির অভাবে মাছ, মাংস, ফসল ও সবজির ফলন দিন দিন কমে যাচ্ছে। পরিবারের অন্য সদস্যদের খাদ্যের যোগান দিতে গিয়ে নারীরা পুষ্টিকর খাবার কম পাচ্ছে ফলে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

এছাড়াও জলবায়ু বা এর পরিবর্তনে নারীর জীবনে প্রভাব এই বিষয় টা যে পলিসি ইনফ্লুয়েসিং হয় (যেমনঃ সরকারি বাজেটে নারীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে আলাদা থাকার জায়গা, আলাদা টয়লেট, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, গর্ভবতী মায়ের জন্য জরুরি সেবার ব্যবস্থার জন্য যেন একটা বাজেট রাখা) এই বিষয়গুলো আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

অধিবেশন—১০

সমাজে নেতা হিসেবে নারীবাদী অবস্থান

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- নারীদের নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাগুলো কি কি?
- নেতৃত্বের সুফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- নারী হিসেবে সকল নারীর জন্য চিন্তা করা
- নতুন করে ভাবতে শেখা

পদ্ধতিঃ

নেতৃত্বের ধারণা প্রকাশের জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস স্টাডি করা।

কেস স্টাডি পর্যালোচনাঃ

আসমা ও সালমা দুই বোন। দুই বোনই স্বামী সংসার নিয়ে সংসারী। আসমার স্বামী প্রায়ই আসমাকে বলে বাবার বাড়ির জমি বুঝে আনতে। তিনি মারা গেলে ওই জমিই আসমার অবলম্বন হবে। আসমা খুব লজ্জা পায় এবং ভাবে বাবার বাড়ির সম্পত্তি আনতে গেলে লোকজন কি ভাববে? আসমা তার বোন সালমাকে বিষয়টি খুলে বলেন। সালমাও বলে যে বুবু আমার পরিবারে সমস্যা চলছে আমার ও বাপের বাড়ির সম্পত্তি বুঝে আনা দরকার। ভাইয়ের নিশ্চিয়ই আমাদের সম্পদের ভাগ আমাদের বুঝে দিতে আপত্তি করবে না। আসমা ও সালমা জমি বুঝে নিতে রাজি হয় এবং বাপের বাড়ি যায়। আসমার ভাইরা যখন জানতে পারে তাদের বোনেরা পাওনা জমির অধিকার নিতে এসেছে তখন তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। তারপর আসমা পাওনা জমি বুঝে না নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে যাবে না জেদ করায় তার ভাইয়েরা গ্রামের মাতব্বর ও মুরুব্বীদের এবং আসমাকে খবর দেয়। আসমা আর সালমাও তাদের গ্রামের নারীদলের নেত্রীদের খবর দেয়। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর মুরব্বী নারীনেত্রীদের সামনে আসমার বড় ভাই বলল তোমরা দুইবোন একবিঘা জমি নাও বাকি জমি দিয়ে কি করবে? মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে যত্ন করব। আমি চাই আমাদের ভাই–বোনের সম্পর্ক ভাল থাকুক। গ্রামের মাতব্বর মুরব্বীরা বলে ঠিকই তো আছে বোন এত জমি দিয়ে করবে কি? তখন নারী দলের নেত্রী বলেন যেহেতু তোমাদের বোন তোমাদের অর্ধেক পরিমাণ সম্পদ পাচ্ছে তাই তাকে বঞ্চিত না করে তোমাদের উচিত খুশি খুশি তাদের হিস্যা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া, তোমরা বিপদে পড়লে আসমা, সালমাও তোমাদের সাহায্য করতে পারবে, তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে। তাদের স্বামী ও তখন তাকে সহযোগিতা করবে কারণ সে জানবে তার স্ত্রীর ভাইয়েরা তাকে ঠকায়নি তার ন্যায্য হিস্যা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। গ্রামের মাতব্বর ও মুরব্বীরা নিজেদের ভূল বুঝতে পারে এবং এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তারা বলেন বোনের ন্যায্য হিস্যা থেকে তাকে বঞ্চিত করা কখনোই ঠিক হবে না। সবার কথা শুনে ভাইয়েরা বোনদের জমি তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়।

নাটক শেষে সহায়কঃ

নাটক এর পর অংশগ্রহণকারীর কাছে জানতে চাইবেন এই নাটক দেখে তারা নেতা বিশেষ করে নারী নেত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে কি বুঝলো? নারী দলের নেত্রীদের এখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি ছিল? যদি থাকে তাহলে সেগুলো তারা একটি করে ভিপকার্ডে লিখে ফেলবে এবং সহায়ক সেগুলো বোর্ডে লাগিয়ে দিবেন।

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারীগণ দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবেন।

পদ্ধতি: মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর
প্রশ্ন করুন অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে দ্বন্দ্ব (বিরোধ, মত/ সিদ্ধান্তের অমিল) কি এবং দ্বন্দ্ব কেন হয়? তাদের নিজ নিজ ধারণা বলতে অনুরোধ করবেন। তাদের উত্তরগুলো শুনে বোর্ডে লিখবেন এবং পরবর্তীতে সবার সাথে আলোচনা করে সহায়ক তথ্যের আলোকে সঠিক ধারণা ব্যাখ্যা করবেন। দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে যেসকল সমস্যার সৃষ্টি হয় বা দল বা সমাজ যে সকল ক্ষতির সম্মুখীন হন সেগুলো সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করবেন এবং একটি পোস্টার পেপারে অথবা বোর্ডে লিখবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন। প্রতিটি দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়/করণীয় সম্পর্কে লিখতে/বলতে বলবেন। লেখার জন্য পেপার, পোস্টার ও মার্কার সরবরাহ করবেন। আলোচনা এবং লেখা শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপনের পর দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিবেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

মূল্যায়ন: প্রশ্ন করুন
- দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে?
- দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দূর হলে আমাদের সমাজের কি কি উপকার হবে?

উপকরণ: পোস্টারপেপার ও মার্কার, গ্লুটেপ/ মাস্কিং টেপ।

অধিবেশন–১২

মাঠ প্রশিক্ষণ ধারণা

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:
এ অধিবেশন শেষে
- প্রশিক্ষণ করাতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে কি কি বিষয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে সে বিষয় আগাম ধারণা পাবেন।
- সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো নিজেরা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কি কি লজিস্টিক লাগবে সে বিষয়ে ধারণা তৈরি হবে।

পদ্ধতি: মুক্ত আলোচনা।

সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে সেশন শুরু করবেন ও বলবেন আপনারা আজ দুইদিন আপনারা বিভিন্ন সেশনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণে বিষয় কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছেন। আপনার মাঠ পর্যায়ের নারীদলের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছেন। সহায়ক প্রশ্ন করবেন, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কি কি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে? প্রত্যেকের মতামত গ্রহণের চেষ্টা করবেন এবং সেগুলো বোর্ড বা পোস্টার পেপারে লিখবেন। এবার প্রশ্ন করবেন এই জটিলতা মোকাবিলার কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে বলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন। তাদের মতামত সম্পূর্ণ শুনে কিছুটা কৌশল সহায়ক হিসেবে যুক্ত করার চেষ্টা করবেন। সহায়ক তাদের কাছে পুনুরায় প্রশ্ন করবেন মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কি কি লজিস্টিক/ উপকরণ ব্যবহার করলে তারা আরো ভালো বুঝতে পারবে বা তাদের ভাল লাগবে বলে তারা মনে করেন। বাস্তব চিত্রানুসারে মাঠ পর্যায়ের নারী সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করবেন।

উপকরণ: কার পার্কিং।

সমাপ্তি অধিবেশন

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

পদ্ধতি: আলোচনা

সহায়ক সকলকে গোল হয়ে দাঁড়াতে সহযোগিতা করবেন। দুইদিনের প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের তার কোন সেশন ভালো লেগেছে অথবা কোন বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝেছেন, তা সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাইবেন। এই দুইদিনের প্রশিক্ষণে কোন বিষয়টা তাদের ভাল লেগেছে কোন বিষয়টা ভাল ছিল সেই বিষয়টা বলতে বলবেন। প্রত্যেককে কমপক্ষে দুই/একটা বিষয় নিয়ে বলতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবেন। সব বিষয় গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করবেন।

এরপর সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

গ্রাম+পোস্ট: কাঠমারি,ভাকোটমারী,
রামপাল, বাগেরহাট
ফোন: +8801926943628
ইমেইল:badabonsangho.bd@gmail.com

ঢাকা অফিস
বাড়ি: 9/12, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া,
ঢাকা-1207
ফোন: +8801796129266
ইমেইল:badabonsangho.bd@gmail.com